ক্ষম হে মম দীনতা

দিলরুবা শাহানা

কি কারনে এ আকুতি! কিসের জন্য ক্ষমা? কার কাছে ক্ষমা? অক্ষমতার জন্য ক্ষমা, ভীরুতার জন্য, নম্রতার জন্য ক্ষমা। ক্ষমা প্রার্থী আমি আপন বিবেকের কাছে, সাহস ও উদারতার কাছে।

কোন একদিন ছেলে স্কুল থেকে ফিরে বলেছিল

'এই উইকএন্ডে স্টীভ ওর বাসায় দাওয়াত দিয়েছে ওকে হোমওয়ার্কে সাহায্য করার জন্যে যেতে পারবো মা?'

স্টীভকে চিনি আমি। অন্য বন্ধুদের মতো অতো ঘনিষ্ঠ নয় সে। আমাদের বাড়ী কখনো আসেনি আর ছেলেও ওর বাড়ী যায়নি। চাইনিজ ওরা। নিজেদের মাঝে থাকতেই ভালবাসে। ছেলের কথা শুনে বলে উঠলাম

'নারে বাবা, চাইনিজ-টাইনিজদের বাড়ী যাওয়ার দরকার নাই, ওর কাজ থাকলে ওকে আমাদের বাসায় আসতে বলো।'

আমার এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিক্রিয়ায় ছেলে অবাক হয়ে আমাকে এক গাল দিয়ে বসলো।

'ছি মা, তুমি এতো রেসিস্ট!'

আমি হতভম্ভ হয়ে পড়লাম। এই গালি আমার প্রাপ্য নয়। অবশ্যই না। আমি একজন আধুনিক মানুষ। সাজপোশাকে আধুনিকা বলতে যা বোঝায় তা না। চিন্তাচেতনায় আধুনিক, তথ্যজ্ঞানে আধুনিক। মানুষকে সে যে রকম সেভাবে গ্রহণ করার মতো আধুনিক মন আমার আছে। তাও দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কারনে রেসিস্ট গালি কপালে জুটলো। ভাবছিলাম এমনভাবে কেনইবা নিজেকে প্রকাশ করলাম। কোন চাইনিজের সাথে কখনো ঝগড়াঝাটি হয়নি, আমার ক্ষতিও কোন চাইনিজ করেনি। কি কারনে চাইনিজের বাসায় যেতে আপত্তি আমার, নিজের কাছে নিজেই জানতে চাইলাম। ভেবেচিন্তে কারন একটা পেলাম তবে তা যৌক্তিক নয় এবং ছেলেমানুষী কিছুটা।

বাংলাদেশের বাইরে থাকলে বাংলাদেশের জিনিসের জন্য মন উচাঁটন হয়না কার? সবারই হয়। আমারও ঠিক তাই। লাউ, পুঁইশাক, করলা, বড়ই, তেতুল, কলমীশাক সবই পাওয়া যায় চাইনিজ দোকানে। ঐগুলোর জন্য ওখানে যেতেই হয়। হেন জিনিস নাই যা চাইনিজরা খায়না। করলাপাতা, মরিচপাতাও বাদ দেয়না। কাঁকড়াকচ্ছপতো সাধারন জিনিস, শামুকঝিনুক সব চলে ওদের। একবার এক চাইনিজ দোকানীমেয়ে শুকানো স্কুইড(আমি

যাকে অক্টোপাশের ছোটভাই বলে ভাবি) দিল আমাকে স্বাদ নিতে। আমি ভেবেছিলাম আমসত্ব। স্কুইড শুনে ভয়ই পেলাম। নম্রভাবে ওর স্কুইড ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম অজানা অচেনা খাবারবিষয়ে চ্যালেঞ্জ আমি নিতে পারিনা। এরপর চাইনিজ মানুষবিষয়ে আমার স্কুইডআতংক হয়। আমার নিজের কাছে আমি লজ্জিত বিষয়টি নিয়ে।

এক গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার মেয়ে সপ্তাহতিনেক ইউনিসেফে কাজ করেছিল। প্রচুর খাটুনি তবে আনন্দ পেয়েছিল অনেক। উৎসাহ নিয়ে কাগজপত্র ঘেটে ঘেটে ইউনিসেফের সব ইতিহাস জানলো । তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো

'মা, তুমি কি প্রতি মাসে কিছু ডলার একজনকে দিতে পারবে?'

আমি কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইলাম

'কাকে বলতো?'

'ইউনিসেফের একটা বাচ্চাকে।'

'আমার নিজের দেশে কত মানুষ সাহায্যের আশায় বসে থাকে তাদের সবাইকেই দিতে পারিনা, তা আবার ইউনিসেফ।'

'ওহো ও আমি দেখতে চেয়েছিলাম নিজের জন ছাড়া অনাত্মীয় কাউকে তুমি কিছু দিতে পার কিনা?'

আমি বিমর্ষ হলাম

'কেন, ফুলবানুবু কি আমার আত্মীয়? ওকে যে সাহায্য করি তা তোমাদের চোখে পড়েনা, নাকি ভুলে গেছ?'

ঠোঁট কাটা মেয়ে কঠিনসত্য নির্মেদ উচ্চারণে ছুঁড়ে দিল

'কারন সে বাংলাদেশের আর ফুলবানুর পরিবার পুরুষানুক্রমে তোমার পরিবারকে সেবা দিয়েছে, আনুগত্য দিয়েছে, তারউপরে তোমাকে ও তোমার সন্তানদেরকে আপনজনের মতো ভালবেসেছে।'

আপন উদারতায় তদগত তন্ময় আমি ধ্যান ভেঙ্গে বললাম

'হ্যা, কথাটা ঠিক, ওর কাছ থেকে পাওয়া ভালবাসা টাকা দিয়ে শোধ হবেনা কখনো।'

'তা, দেখ ইউনিসেফের বাচ্চাকে সাহায্য করলে বোঝা যাবে তুমি নিঃস্বার্থভাবে অচেনা, অজানা কাউকে দিচ্ছ; শোন মা আমরাও জাংফুডের পেছনে ফালতু খরচ করবোনা, কথা দিচ্ছি।'

আবারও লজ্জিত হলাম নিজের কাছে। কত যে আত্মমগ্ন থাকি তা নিজেও বুঝতে পারিনা কখনো কখনো।

একবার এক সেমিনারে পাকিস্তানে যেতে হয়েছিল। ইসলামাবাদ পৌঁছে এয়ারপোর্টে লাহোরের ফ্লাইট ধরার অপেক্ষায় আছি। দেখি দরজার উপর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবি। বিরাট ছবি। পাকিস্তানের জাতির জনক। জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ বা ব্রিটিশের ডিভাইড এন্ড রুল প্রয়াসের বাস্তবতা পাকিস্তান। তা যাই হোক। পাকিস্তানের মানুষ জিন্নাহ্‌কে মনে রেখেছে। ছবি রেখেছে টাঙ্গিয়ে। মনটা বিষন্ন হল।

জি, আমরা আমাদের পৃথিবীর মাঝে জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন যিঁনি তাঁর ছবি রাখিনি টাঙ্গিয়ে। আমরা গলাবাজী করি স্বাধীনতার ঘোষক কে তা নিয়ে। এটি ঐতিহাসিক সত্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। মেজর জিয়া যে ডাক ভুলেননি। উর্দ্দিপরা মানুষের বুদ্ধি নিয়ে কিছুটা সংসয় থাকলেও মেজর জিয়া আসলেই ধীমান ছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে ডাক না দিলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবেনা, গ্রহণযোগ্য হবেনা তা বোঝার মত মেধা যে জিয়ার ছিল তার প্রমাণ উনি রেখে গেছেন তার কর্মে।' তারই লেখা প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে কিভাবে আক্রান্ত জাতির কানে সেই বানী উনি মার্চের শেষে জীবনবাজী রেখে ব্যক্ত করেছিলেন শেখ মুজিবেরই নামে।'(সূত্র: হুমায়ূন আহমেদ 'জোছনা ও জননীর গল্প')।

বঙ্গবন্ধুর ছবি কেন নেই হাহাকার করিনি, গর্জন করিনি। শঙ্কিত হয়েছিলাম ভেবে যে, কথাটা তুললে একদল বলবে রাজনৈতিক আসন লাভের অভিলাষ তার। তাই শেখ মুজিবের নাম নিয়ে মাঠে হৈচৈ ফেলায় মেতেছে।

শেখ মুজিব দলের নন, শেখ মুজিব কারো একক সম্পত্তি নন। শেখ মুজিব সবার, তাঁকে শ্রদ্ধা করার তাঁকে ভালবাসার অধিকার সবার। শেখ মুজিব কোন একটা যুগের নন, সর্বকালের তিঁনি।

যেমন আমাদের গর্ব ভাষাশহীদদের কথা, শহীদ মিনারের কথা আমরা যদি আমাদের সন্তানদের না বলি, সেই দেশের রূপকার জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুর কথা না বলি অভিশম্পাত আমাদের উপর, ধিক্কার আমাদের উপর। 'শেখ মুজিব চিরঞ্জীব' এই সত্য ভুলে যাওয়া মানে আমাদের অস্থিত্বের উপড় ধূলো মাখিয়ে রাখা। একথা বলিনি তাই নিজের কাছে নিজে বারবার লজ্জিত।